[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

গাংনীতে ইউপি নির্বাচনে নৌকার দক্ষ পাঁচ মাঝি

দ্বিতীয় ধাপে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আগামী ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে উপজেলার কাথুলী, তেঁতুলবাড়ীয়া,বামন্দী,মটমুড়া ও সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসিল অনুযায়ী আগামী ১১ নভেম্বর এ ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো হলো-কাথুলী, তেঁতুলবাড়ীয়া, বামন্দী, মটমুড়া ও সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদ।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ অক্টোবর, মনোনয়নপত্র বাছাই ২০ অক্টোবর, বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর, আপিল নিষ্পত্তি ২৪ ও ২৫ অক্টোবর, প্রার্থীতা প্রত্যাহার ২৬ অক্টোবর, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ অক্টোবর।

নির্বাচনে গাংনী উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এরা হলেন-কাথুলী ইউনিয়নে-ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলজার হোসেন, মটমুড়া ইউনিয়নে-ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাশেম, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নে-সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, সাহারবাটী ইউনিয়নে-সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম বজলুল হকের ছেলে মশিউর রহমান, বামন্দী ইউনিয়নে- সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুর রহমান কমল।

মনোনয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক এবং গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

প্রার্থীদের নাম প্রকাশের সাথে সাথে, এসব নির্বাচনী এলাকার মাঠে-ঘাটে, চায়ের দোকানে নির্বাচনী আলোচনা সরব অনেক। প্রার্থীর সমর্থনকারিরা আনন্দ মিছিলও করছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডের যৌথসভা প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। পরে দলটির দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়।

নির্বাচনে নৌকার পক্ষে মুজিবনগর উপজেলায় আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন পেলেন, মহাজনপুর ইউনিয়নে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিল, বাগোয়ান ইউনিয়নে পেয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক কুতুবউদ্দীন মল্লিক, মোনাখালীতে পেয়েছেন মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম (অপা) গাইন, দারিয়াপুরে পেয়েছেন দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মুস্তাকিম হক খোকন।

ঝিনাইদহে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শহীদ বীজ ভান্ডারের স্বত্তাধিকারী ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম। শনিবার দুপুরে নিজ বাসভবনে তিনি এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

উপস্থিত ছিলেন মদিনা বীজ ভান্ডারের মালিক আবু তাহের ও হাসান বীজ ভান্ডারের মালিক হাসান আহমেদসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ।

এ সময় তিনি লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে আমি ঝিনাইদহে নানা ধরনের বীজ ব্যবসা করে আসছি। এরই অংশ হিসাবে চলতি মৌসুমে ৬টি উপজেলায় ধানের বীজ বিক্রি করা হয়েছে।

হঠাৎ করে হরিনাকুন্ডু উপজেলার হকিমপুর গ্রামের আজিজার মন্ডলসহ ৭জন কৃষক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে অভিযোগ করেন। এরপর থেকে

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের ঝিনাইদহ জেলার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল মাঝে মাঝে একা একা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে নানা রকম প্রশ্ন, হুমকি ও দেখা করার কথা বলে যান।

আমিও একা তার সাথে দেখা না করে একজন উকিলও নিয়োগ করি। এতে করে তিনি আমার উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ন আক্রোশ মুলক,ক্ষমতার অপব্যবহার ও অন্যায়ভাবে ২লাখ ২৯হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

আমার প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ১০ কেজি ধান বীজ বস্তার সাথে একটি হলুদ ট্যাগ থাকে। যাতে করে বীজ পরীক্ষার তারিখ,জাতের নাম,মেয়াদ ও গুনগত মান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল।

কিন্তু কৌশলে কৃষকগণ ট্যাগ না দেখিয়ে অভিযোগ দায়ের করে যা প্রতারণার নামান্তর। পরে জরিমানা নেওয়া ওইসব কৃষকের জমিতে আমি গিয়ে দেখতে পায় ধানে এখন গজগজে থোড় ও ধানের গঠন খুব ভাল হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের কাছে সুষ্ঠ তদন্তে দাবী জানান ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।

এবিষয়ে ঝিনাইদহ ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সুচন্দন মন্ডলের মোবাইল ফোনে একাধিক কল দিলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

শিক্ষার্থীদের ফুল মার্কস কলম দিয়ে বরণ করল ছাত্রলীগ

দীর্ঘ ১৮ পরে মাস খুলে দেয়া হলো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আবাসিক হলগুলো। শনিবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল থেকে শিক্ষার্থীদের হলে উঠার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভিসি প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম।

ফুল, চকলেট, মাস্ক, মিষ্টি দিয়ে শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেয় হল কর্তৃপক্ষ। পরে একে একে আটটি হলে শিক্ষার্থীরা নিজ গৃহে ফিরতে

শুরু করে। হলে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষার্থীদের ফুল, মাস্ক ও কলম দিয়ে বরণ করেছে শাখা ছাত্রলীগ।

শাখা ছাত্রলীগনেতা নাসিম আহমেদ জয়ের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীদের বরণ করার সময় শাহিন, বাধন, তরুন, মিন্টু, নাবিল, তুর্য্য, সাদমান, আশিক, শরীফ ও রাশিদুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, যেসব শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল কার্ড ও কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমপক্ষে ১ ডোজ টিকা নিয়েছেন শুধু তারাই হলে উঠতে পারছে। থাকছেনা গণরুম।

এদিকে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের ভিতর উৎসব মুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ভ্যানে করে নিয়ে আসছেন বই তোষকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র। আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা লাইন ধরে হলে প্রবেশ করছে। হলে ফিরতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে শাখা ছাত্রলীগনেতা শাহিন আলম বলেন, দীর্ঘদিন পরে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরতে পেরে খুব উচ্ছসিত। নাসিম আহমেদ জয় ভাইয়ের নির্দেশনায় আমরা ইবি শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ফুল, মাস্ক ও কলম দিয়ে বরন করে নিয়েছি।

ঝিনাইদহের স্কুল ছাত্র বিল্লাল হত্যার সঠিক বিচার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া স্কুল ছাত্র বিল্লাল হোসেন হত্যান ঘটনায় বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন পরিবারটি। শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিহতের মামা আব্দুল্লাহ।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ সন্ধায় নিখোঁজ হয় বিল্লাল হোসেন। পর দিন বেলা ১১ টায় ঝিনাইদহ পৌর এলাকার মুরারীদহ নিজ গ্রামের একটি কলা ক্ষেতে বিল্লাল হোসেনের লাশ

দেখতে পায় এলাকাবাসী।

এঘটনায় ৪ জনকে আসামী করা হলেও ১ জন পলাতক রয়েছে এবং বাকি ৩ জন জামিনে মুক্তি পেয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়। বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন পার করছেন নিহত বিল্লাল হোসেনের পরিবারটি।

তাই বিল্লাল হোসেন হত্যার ঘটনায় সঠিক তদন্তের মাধ্যমে আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবি জানান। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, বিল্লাল হোসেনের পিতা শহিদুল ইসলাম, মাতা রাজিয়া খাতুন, বড় ভাই হযরত আলীসহ স্থানীয়রা।

জোড়াদাহ কলেজ মোড় বিপদজনক এক মৃত্যু ফাঁদ

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু উপজেলার জোড়াদহ ইউনিয়নের কুষ্টিয়ার মেন সড়ক ভেড়াখালী জোড়াদাহের সিমানা নির্ধারণ কারি কলেজ মোড়ের ব্রিজটি এখন মৃত্যু কুপ, কোন রকমে বাইসাইকেল মোটরসাইকেল ও তিনচাকার ছোট যানবাহক যেতে পারলেও যেতে পারছে না কোন মাঝারি বা বড় যানবাহন এতে করে দুর্ভোগে পরেছে হরিণাকুন্ডুর জনসাধারণ, কারন কুষ্টিয়া ঝিনাইদহ অথবা আলমডাঙ্গা যাওয়ার একমাত্র রাস্তা এটি।

শুধু ব্রিজটিই নয় এখানকার মেইন সড়কটিও কয়েকবছর ধরে আছে খালে খন্দে ভরা যার কারনে নিয়মিতই ঘটে থাকে ছোট বড় দুর্ঘটনা।ব্যক্তি গত অর্থায়নে অনেক সংগঠন ও ব্যক্তিরা সেটি অনেকবার মেরামত কোরলেও সেটা যথেষ্ট নয়।

উর্ধতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বার দের দৃষ্টি আকর্ষ কোরছি যেনো তাহারা এটির বিষয়ে দূরত সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন করে নির্মানের ব্যবস্থা করেন।

মুজিবনগরে মন্ডপে প্রতিমায় রঙ তুলির কাজ শেষ চলছে শেষ মুহুর্তের সাজ সজ্জা

শিশির ভেজা ভোর আর শরতের কাশফুল জানান দিচ্ছে শারদীয় দূর্গোৎসবের আগমনী বার্তা। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গোপূজাকে ঘিরে মুজিবনগরে মন্ডপে মন্ডপে শেষ হয়েছে প্রতিমায় রঙ -তুলির শেষ কাজ। চলছে লাইটিং,রঙ্গিন কাগজ দিয়ে মন্ডপ এলাকা সাজানো,দৃষ্টিনন্দন তোরন নির্মান এজং পরিস্কার পরিছন্নের সহ শেষ মূহুর্তের সাজ সজ্জা । গত ৬ অক্টোবর মহালয়ার মধ্যদিয়ে দেবী দূর্গার আগমন ঘটেছে মর্তলোকে। এবার দেবী দূর্গা এসেছে ঘোটকে চড়ে, ফিরবেন দোলায়। মা কে বরণ করে নিতে অধির অপেক্ষায় ভক্ত-অনুসারিরা। তাই পূজা মন্ডপগুলোতে তৈরি প্রতিমা গুলোতে কারিগররা নিরলস পরিশ্রম করে শেষ করেছে রঙ তুলির কাজ । মনের মাধুরি মিশিয়ে কারিগরদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে দুর্গতিনাশীনি দেবী দূর্গা এবং তার সঙ্গীয় লক্ষী, সরস্বতী, গনেশ, কার্তিক ও অনিষ্টকারী অশুর সহ বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা নানান রঙে তাদের রাঙিয়ে তুলেছে কারিগররা।
সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি পূজা মন্ডপ ,দারিয়াপুর পূজা মন্ডপ,বল্লভপুর পূজা মন্ডপ,কোমরপুর পূজা মন্ডপ এ পূজার তৈরি প্রতিমা রঙের কাজ শেষ হয়েছে।চলছে পরিস্কার পরিছন্ন সহ অন্যান্য সাজ সজ্জার কাজ।

মুজিবনগর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শুকুমার কর্মকার জানান, এবছর মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হবে দূর্গোৎসব। পঞ্জিকা অনুযায়ী ১১ অক্টোবর মহাষষ্ঠী তিথিতে দেবীর বোধনের মধ্যে শুরু হবে এ শারদীয় দুর্গোৎসব। দশমী পূজার মধ্য দিয়ে ১৫ অক্টোবর শেষ হবে এ উৎসব।
সব থেকে বড় সমস্যা হল একটা মন্ডপে একাধিক পুরোহিত মালাকার লাগে। এবার তারা আসতে চাইছে না। পূজা তৈরীর প্রতিটি জিনিষের দাম